১৩.৪. শঙ্করের মতে ব্রহ্ম বা আত্মা (Sankara's Concept of Brahman or Ātman)

শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদের মূল বক্তব্যকে একটি মাত্র শ্লোকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন ঃ

'শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ।'

অর্থাৎ, যা কোটি কোটি গ্রন্থে এ যাবৎ বলা হয়েছে, একটি শ্লোকেই তা আমি প্রকাশ করছি— **ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম বা জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন।**

ব্রহ্ম কি ? 'বৃহৎ' ধাতুর সঙ্গে 'মন' প্রত্যয় যোগ করে হয় ব্রহ্ম। বৃহ + মন = ব্রহ্ম। 'বৃহ' অর্থে 'ব্যাপক' আর 'মন' অর্থে 'অতিশয়'। তাহলে 'ব্রহ্ম' কথাটির মানে হয়— 'যা ব্যাপকতম বা মহত্তম, যা জীবজগতের পরমতত্ত্ব'। শঙ্কর ন্যায়শাস্ত্রের দুটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম অনুসরণ করে তাঁর ব্রহ্মবাদ বা আত্মতত্ত্ব গঠন করেন—**তাদাত্ম্য নিয়ম (Law of Identity)** ও **বিরোধ বাধক নিয়ম (Law of Contradiction)**। প্রথম নিয়ম অনুসারে, পরমতত্ত্ব বা সত্য যা, তা সর্বদাই তাই। দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে, সদসদ্ একসঙ্গে অবস্থান করতে পারে না। যা সৎ তা কখনই অসৎ নয় ; যা অসৎ তা কখনই সৎ নয়। এই দুটি নিয়ম অনুসরণ করে শঙ্কর বলেন, পরমতত্ত্ব বা সত্যের অবস্থান্তর নেই, পরমতত্ত্বের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই, কোন ভেদ নেই। ব্রহ্ম বা আত্মা নির্বিকার, নির্বিরোধ, ভেদরহিত। ব্রহ্ম বা আত্মাই পরমতত্ত্ব বা চরমসত্য। **বিষয়গতভাবে (Objectively) যা ব্রহ্ম, বিষয়ীগতভাবে (Subjectively) তাই আত্মা। বহির্জগতের বিভিন্নতার মধ্যে যা অনুবর্তমান অর্থাৎ সাধারণভাবে থাকে, তাই ব্রহ্ম ; আর মনোজগতের বিভিন্ন অবস্থায় যা অনুবর্তমান, তাই আত্মা।**

বহির্জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ের, যথা—ঘট পটের, নাম ও রূপ ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়ং' অনুবর্তমান। 'অস্তি' অর্থে 'সৎ' বা 'সত্তাবান' ; 'ভাতি' অর্থে 'প্রকাশ' বা 'চৈতন্য' (কেননা, চৈতন্য স্বপ্রকাশ) এবং 'প্রিয়ং' অর্থে 'আনন্দময়'। জ্ঞানীয়বস্তু মাত্রই সৎ, চৈতন্যে প্রকাশমান (ভাতি) এবং আনন্দদায়ক। নাম ও রূপ অনুবর্তমান না হওয়ায়, তাদের ব্যবহারিক সত্তা থাকলেও পরমার্থিক সত্তা নেই। **বহির্জগতের নানা বিষয়ে অনুবর্তমান এই সৎ-চিৎ-আনন্দই শুদ্ধবিষয় বা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ।**

বিষয়ীগত দিক থেকে আত্মাই পরমার্থসৎ—জীবের চার প্রকার অবস্থার মধ্যে অনুবর্তমান শুদ্ধবিষয়ী হচ্ছে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। জীবের চার অবস্থা হচ্ছে—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। **জাগ্রত অবস্থায় চেতনা** ও চেতনার বিষয় উভয়ই থাকে। চেতনার বিষয় চেতনা-নির্ভররূপে থাকে না, স্বতন্ত্রভাবে থাকে। জাগ্রতকালীন চেতনার জগতের ব্যবহারিক সত্যতা আছে। **স্বপ্ন-চেতনায়** চেতনা ও চেতনার বিষয় উভয়ই থাকে। স্বপ্ন-চেতনার বিষয়ের ব্যবহারিক সত্যতা না থাকলেও প্রাতিভাসিক সত্যতা আছে— স্বল্পকালীন চেতনার বিষয় স্বপ্নকালে প্রতিভাত হয়। স্বপ্ন-চেতনার বিষয় বন্ধ্যাপুত্র বা শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক নয়। বন্ধ্যাপুত্রকে কখনই দেখা যায় না ; কিন্তু স্বপ্নের বিষয় স্বপ্নকালে দৃষ্ট হয়। **সুষুপ্তি** বা স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায় কেবল **শুদ্ধচৈতন্য** থাকে, চেতনার বিষয় থাকে না। গভীর নিদ্রাভঙ্গের পর আমরা এমন বলি, 'ঘুমটা ভাল হয়েছিল'। সুষুপ্তি অবস্থায় চেতনা বা জ্ঞান না থাকলে এমন বলা সম্ভব হয় না। সুষুপ্তি অবস্থা আনন্দময় অবস্থা, অর্থাৎ এই

অবস্থায় চেতনা আনন্দস্বরূপে থাকে, যদিও তা সাময়িক, দীর্ঘস্থায়ী নয়। তুরীয় বা সমাধি অবস্থায় সাধক শুদ্ধচৈতন্যকে দীর্ঘকাল ধরে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন। জীবের এই চার অবস্থায় অনুবর্তমান **শুদ্ধচৈতন্যই** হচ্ছে আত্মা। জীবের সব অবস্থাতেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা অবাধিত। অন্য সব কিছুর অস্তিত্বকে সংশয় করা গেলেও চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অস্তিত্বকে সংশয় করা যায় না, কেননা সেই সংশয়ও এক চেতনক্রিয়া। কাজেই, **আত্মা অবাধিত, এবং যার বাধ হয় না তাই পরমতত্ত্ব বা সত্য। আত্মাই পরমার্থসৎ।**

অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে, **শুদ্ধবিষয় ও শুদ্ধবিষয়ী ভিন্ন হতে পারে না, কেননা ভেদ মিথ্যা।** পরমতত্ত্ব বা সত্যকে হতে হবে সর্বব্যাপী, অসীম। যা অসীম তা একাধিক হতে পারে না, তা একমেবাদ্বিতীয়ম্। পরমতত্ত্ব অভেদ, অদ্বয়। কাজেই, **বহির্জাগতিক পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম ও মনোজাগতিক পরমতত্ত্ব আত্মা ভিন্ন নয়।** 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। আত্মা ও ব্রহ্ম অভেদ। **যা আত্মা তাই ব্রহ্ম।** যা ব্রহ্ম তাই আত্মা। এই অদ্বয় ব্রহ্ম বা আত্মাই জড়জগৎ ও জীবজগতের সারসত্ত্ব। জীব ব্রহ্মই। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত—ব্রহ্মভিন্নভাবে জগৎ মিথ্যা। মায়ার প্রভাবে ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতিভাত হয়।

ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে হলে তার লক্ষণ জানা প্রয়োজন। যে লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপের ধারণা হয়, তা হল **স্বরূপ লক্ষণ,** আর যে লক্ষণ ব্রহ্মের স্বরূপে প্রযোজ্য নয়, তা হল **তটস্থ লক্ষণ।** ব্রহ্ম-নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, অদ্বয়, বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র—এসব ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ, কেননা এসব কথার মাধ্যমে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ পায়। ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, পালক, সংহারক—এসব ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ, কেননা এসব কথার মাধ্যমে ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় না। ব্রহ্মের এসব গুণ অনিত্য ও আগন্তুক।

ব্রহ্ম নিরুপাধিক। ব্রহ্মের কোন উপাধি বা বিশেষণ নেই। ব্রহ্ম দ্রব্য (**substance**) নয়, কেননা দ্রব্য মাত্রই দৈশিক এবং ব্রহ্ম দেশে অবস্থান করে না। ব্রহ্ম অদৈশিক। ব্রহ্ম জগতের **কারণ নয়,** কেননা কার্য-কারণ কালিক ঘটনা। ব্রহ্ম আকালিক। **ব্রহ্ম অনির্বাচ্য।** ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। ব্রহ্মকে বর্ণনা করতে গেলে তাকে কোন জাতি (genus) অথবা ক্রিয়া অথবা গুণ অথবা সম্বন্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে হয় ; কিন্তু ব্রহ্মের কোন জাতি নেই, ক্রিয়া নেই, গুণ নেই এবং ভেদ না থাকায়, এমন কিছু নেই যার সঙ্গে ব্রহ্ম সম্পর্কিত হতে পারে। **ব্রহ্মের স্বজাতীয় অথবা বিজাতীয় অথবা স্বগত ভেদ নেই।** সমজাতীয় দুটি বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে যে ভেদ, তা স্বজাতীয় ভেদ। যেমন—একটি বৃক্ষের সঙ্গে অন্য এক বৃক্ষের ভেদ। দুটি ভিন্নজাতীয় বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে যে ভেদ, তা বিজাতীয় ভেদ। যথা—একটি বৃক্ষের সঙ্গে পর্বতের ভেদ। একই বস্তু বা ব্যক্তির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে ভেদ, তা স্বগত ভেদ। যেমন—একটি বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা পত্র-পুষ্পের মধ্যে ভেদ। ব্রহ্ম এই তিনপ্রকার ভেদরহিত। অদ্বয় ব্রহ্মের সদৃশ বস্তু না থাকায়, স্বজাতীয় ভেদ নেই ; বিসদৃশ বস্তু না থাকায়, বিজাতীয় ভেদ নেই ; ব্রহ্ম নিরবয়ব ও নিরংশ হওয়ায়, স্বগতভেদও নেই। ভেদের উল্লেখ করেই বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া যায়। **ব্রহ্ম অভেদ,** তাই অবর্ণনীয়, অবাচ্য।

ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ। বিশেষণ প্রয়োগ করলে বিশেষ্যের ভেদ নির্ণয় করা হয় এবং ভেদ মিথ্যা। আবার বিষয়ে গুণারোপ করলে বিষয়টি সীমিত হয়, কিন্তু ব্রহ্ম অসীম। 'ফুলটি লাল' বললে 'লাল' বিশেষণ এবং 'ফুল' বিশেষ্যের মধ্যে ভেদরেখা টানতে হয়। আবার, 'ফুলটি লাল'

বলে এমনও বোঝায় যে, 'ফুলটি নয় অ-লাল'। এরূপ ক্ষেত্রে লালের এবং অ-লালের দুটি ভিন্ন জগৎ পরস্পর পরস্পরকে সীমিত করে। ব্রহ্ম সকল প্রকার ভেদরহিত এবং অসীম। কাজেই, ব্রহ্ম নির্বিশেষ এবং নির্গুণ।

ব্রহ্ম নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্মের কোন বিকার বা অবস্থান্তর নেই। 'বিকার' হচ্ছে পরিবর্তন এবং পরিবর্তন অভাবের সূচক। ব্রহ্মের কোন অভাব নেই। ব্রহ্ম স্বয়ংসম্পূর্ণ। এজন্য ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ও অপরিণামী। জগৎ ব্রহ্মের বিকার বা পরিণাম নয়। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত বা প্রতিভাত রূপ মাত্র। ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। ব্রহ্ম-অতিরিক্তভাবে জগৎ নেই।

সৎ, চিৎ এবং আনন্দ ব্রহ্মের গুণ নয়, এসব হচ্ছে ব্রহ্মস্বরূপ। 'ব্রহ্ম সৎ' বলতে বোঝায়, 'ব্রহ্ম সৎস্বরূপ বা সনাতন সত্তা'। 'ব্রহ্ম চিৎ' বলতে বোঝায়, 'ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ'। 'ব্রহ্ম আনন্দ' বলতে বোঝায়, 'ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ'। সৎ, চিৎ ও আনন্দ-এই তিনটি শব্দ আবার অভাবেরও সূচক—অভাবের সূচকস্বরূপে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করে। 'সৎ' অর্থে 'অসৎ নয়' ; 'চিৎ' অর্থে অচিৎ' জড় নয়' ; এবং 'আনন্দ' অর্থে 'দুঃখস্বরূপ নয়'। নেতি, নেতিভাবে অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' এই নয়', 'ব্রহ্ম ঐ নয়'—এভাবেই কেবল ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। এমনকি শঙ্করের মতে, ব্রহ্মকে 'এক' বলাও সঙ্গত নয়, কেননা সেক্ষেত্রে 'এক' একটি সংখ্যাগুণরূপে ব্যবহৃত হয়। এজন্যই শঙ্কর ব্রহ্মকে 'এক' না বলে 'অদ্বয়' বা 'অদ্বৈত' বলেছেন। 'ব্রহ্ম' দুইও নয়'—এমন নঞর্থক বাক্যের দ্বারাই ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। উপনিষদে একারণে ব্রহ্মকে বলা হয়েছে 'নির্গুণগুণী'।

তবে, শঙ্কর বলেন যে, ব্রহ্ম অনির্বাচ্য, নির্গুণ, নির্বিশেষ, প্রমাণাতীত হলেও তা শূন্য নয়। ব্রহ্ম সম্পর্কে শঙ্করের ' নেতি', ' নেতি' বর্ণনার জন্য অনেকে, ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে, শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে বৌদ্ধ শূন্যবাদের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছেন এবং শঙ্করকে **'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ'** রূপে অভিযুক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, শঙ্করের ব্রহ্ম শূন্য নয়, বরং ব্রহ্মই একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা। তবে, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি বিকল্প না থাকায় ব্রহ্ম নির্বিকল্পক। যা বিকল্পরহিত তাকে ইতিবাচক বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এজন্যই, নেতিবাচক শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করতে হয়। স্পষ্টতই, শঙ্করের নির্গুণ ও নির্বিশেষ 'ব্রহ্ম' মাধ্যমিক বৌদ্ধদের 'শূন্য' নয়।

নির্গুণ ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম কেবল উপলব্ধির বিষয়, আলোচনার নয়। ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে, নির্গুণ ব্রহ্মকে নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করে অর্থাৎ সগুণ কল্পনা করে আলোচনা করতে হয়। শঙ্করের মতে, **এই সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর**। সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারকরূপে কল্পনা করা হয়। **এসব গুণ ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। পরমার্থিক দৃষ্টিতে যা নির্গুণ ব্রহ্ম, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাই সগুণ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়।** শঙ্কর সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বকে পরামার্থসৎ না বললেও ঈশ্বর আরাধনাকে নিষ্প্রয়োজন বলেননি। সাধারণ মানুষের কাছে ঈশ্বর আরাধনা নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধির সোপানস্বরূপ। ঈশ্বরের উপাসনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধি না হলে ব্রহ্মোপলব্ধি সম্ভব নয়। ঈশ্বর পূজার মাধ্যমেই মানুষ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে যে জগৎ সত্য নয়, মিথ্যা ; কাজেই জগতের স্রষ্টা-পালক-সংহারকরূপে ঈশ্বরও মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হলে সাধক এই সত্য উপলব্ধি করে যে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ ও জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর মিথ্যা, এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

১৩.৬. মায়া বা অজ্ঞান সম্পর্কে শঙ্করের মতবাদ
(Sankara's Doctrine of Māyā or Ajnānā)

বিভিন্ন উপনিষদে জগৎ সম্পর্কে দুটি বিরুদ্ধ উক্তি লক্ষ্য করা যায় ঃ অনেক ক্ষেত্রে ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য বলা হয়েছে এবং জগৎকে মিথ্যা বলা হয়েছে; আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টারূপে উল্লেখ করে সৃষ্টজগৎকেও সত্য বলা হয়েছে। শঙ্কর তাঁর মায়াবাদে এই দুটি বিরুদ্ধ বাক্যের মধ্যে— জগতের **সত্যতা সাধক** এবং জগতের **সত্যতা নিষেধক বাক্যের মধ্যে— সঙ্গতি সাধন করেছেন**। বেদ-উপনিষদে 'মায়া' কথাটির উল্লেখ আছে। ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে' ইন্দ্র মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে', অর্থাৎ মায়ার দ্বারা এক ইন্দ্র বহুরূপে (জগৎরূপে) প্রকাশিত হন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে, 'মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ, মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্', অর্থাৎ এই প্রকৃতি (জগৎ) হচ্ছে মায়া এবং মায়া উপহিত ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হচ্ছেন মায়াধীশ। **শঙ্কর উপনিষদ থেকে 'মায়া' কথাটি গ্রহণ করে ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করেছেন**। জগতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে, ন্যায়গতভাবে (logically), শঙ্করের মায়াবাদ-সম্মত ব্যাখ্যা যে অনেক বেশি ত্রুটিমুক্ত তা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। পাশ্চাত্যের অদ্বৈতবাদী দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza), হেগেল (Hegel), ব্রাড্‌লি (Bradley) প্রভৃতির জগৎ-বিষয়ক ব্যাখ্যা অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে, শঙ্করের ব্যাখ্যায় যাদের উদ্ভব হয়নি।

ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক কিরূপ?-শঙ্করের মতে এই প্রশ্ন অর্থহীন, কেননা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু সৎ নয়। ব্রহ্ম যদি শুদ্ধ চৈতন্য বা আত্মা হয় তাহলে, ন্যায়গতভাবে, ব্রহ্মের সঙ্গে (আত্মার সঙ্গে) অনাত্ম জগতের কোন সম্বন্ধ-বন্ধন থাকতে পারে না। সম্বন্ধ মাত্রই দুটি ভিন্ন বিষয়কে সম্বদ্ধ করে। ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের উল্লেখ করলে ব্রহ্ম ও জগৎকে দুটি ভিন্ন সত্তা বলতে হয়; কিন্তু অদ্বৈতমতে জগৎ ব্রহ্ম-স্বতন্ত্র নয়, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে অনন্যত্ব সম্বন্ধ।

জগৎকে ব্রহ্মভিন্ন বললে তাদের মধ্যে আর কোন সম্বন্ধই হতে পারে না। অসীম ব্রহ্মকে সসীম জগতের **কারণ** বলা যায় না। কারণ ও কার্য দুটি স্বতন্ত্র ঘটনা হওয়ায় কার্য যেমন কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও খণ্ডিত হয়, কারণও তেমনি কার্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও খণ্ডিত হবে। এরূপ ক্ষেত্রে কারণরূপ ব্রহ্ম কার্যরূপ জগতের দ্বারা খণ্ডিত হবে; কিন্তু অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম বিভু বা সর্বব্যাপী। ব্রহ্মকে জগৎস্রষ্টারূপে ক্রিয়াশীল-কর্তা বলাও যাবে না, কেননা ক্রিয়ামাত্রই অভাবের সূচক। কোন না-পাওয়া লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য লাভের জন্যই কর্ম সাধিত হয়। কিন্তু ব্রহ্ম নিষ্কাম, ব্রহ্মের কোন কামনা নেই। এমন বলাও যাবে না যে, ব্রহ্ম তাঁর লীলা খেলার জন্য **জগৎ রচনা করে নিজেকে প্রকাশ করেন**, কেননা সসীম জগৎ অসীম ব্রহ্মের প্রকাশক হতে পারে না। জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলাও যায় না, কেননা সেক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেয়—জগৎ কি সমগ্র ব্রহ্মের পরিণাম অথবা ব্রহ্মের অংশের পরিণাম? জগৎ সমগ্র ব্রহ্মের পরিণাম হলে জগতের ন্যায় ব্রহ্মও সীমিত হয়;

আবার জগৎ ব্রহ্মের আংশিক পরিণাম হলে ব্রহ্মকে সাংশ বলতে হয়। কিন্তু প্রথমত ব্রহ্মের কোন সীমা নেই এবং দ্বিতীয়ত ব্রহ্ম অংশবিশিষ্ট নয়।

এসব কারণে শঙ্কর বলেন যে **জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত**। বিবর্তবাদ অনুসারে, কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয় না— **কারণের বিবর্ত হল কার্য। কারণ কার্যরূপে প্রতিভাত হয় কিন্তু কার্যে পরিণত হয় না।** বিশিষ্টদ্বৈতবাদী রামানুজের মতে, জগৎসৃষ্টি সত্য এবং সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ব্রহ্মের মধ্যে অচিৎ শক্তিরূপে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল; জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। শঙ্করের মতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, পরিণাম নয়; ব্রহ্ম জগতে পরিণত হন না, জগৎরূপে প্রতিভাত হন মায়াশক্তির জন্য।

শঙ্করের মতে, 'মায়া' নামে এক ভ্রমসৃষ্টিকারী শক্তি আছে। মায়া উপহিত ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর এই মায়াশক্তির প্রভাবে জগৎরূপে প্রকাশিত হন, আর বদ্ধজীব তার অজ্ঞান বা অবিদ্যাবশত এক ব্রহ্মের পরিবর্তে জগতের নানাত্বকে সত্য বলে মনে করে। **শঙ্কর মায়াকে 'অবিদ্যা' বা 'অজ্ঞান'ও বলেছেন। ঈশ্বরের দিক থেকে যা মায়া, জীবের দিক থেকে তাই অবিদ্যা বা অজ্ঞান।** মায়া ঈশ্বরের শক্তি-স্বরূপ, যাকে ঈশ্বর থেকে ভিন্ন করা যায় না। তবে, মায়াবী ঈশ্বর তাঁর মায়াজালে আবদ্ধ হল না। যাদুকরের যাদুশক্তির ন্যায় ঈশ্বরের মায়াশক্তিও কেবল অজ্ঞ ব্যক্তিকেই প্রতারিত করে। ভ্রম উৎপাদনকারী যাদু শক্তির দ্বারা যাদুকর যেমন মিথ্যা বস্তু সৃষ্টি করে এবং সেই যাদুতে মুগ্ধ দর্শকবৃন্দ প্রতারিত হয়ে মিথ্যা বস্তুকে সত্য বলে মনে করে, তেমনি মায়াবী ঈশ্বর মায়াশক্তির দ্বারা যে মিথ্যা জগৎ রচনা করেন, অজ্ঞ ও বদ্ধ জীব সেই জগৎকে সত্য বলে মনে করে। কিন্তু মায়াধীশ ঈশ্বরের কাছে মায়াসৃষ্ট জগৎ সত্য নয় এবং যিনি ব্রহ্মবিদ তিনিও জানেন যে জগৎ-প্রপঞ্চ মিথ্যা—নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য। বদ্ধজীবের কাছেই জগৎ আছে, জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর আছেন। ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে মায়াময় জগৎ নেই, মায়াবী ঈশ্বর নেই, —আছে কেবল নির্গুণ অসঙ্গ ব্রহ্ম। এভাবে, মায়ার উল্লেখ করে, শঙ্কর উপনিষদের দুটি উক্তির মধ্যে সঙ্গতি বিধান করেন— ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে নির্গুণ ব্রহ্মই কেবল সত্য। বদ্ধজীবের কাছে, ব্রহ্ম সত্য এবং মায়াধীশ ঈশ্বর-সৃষ্ট জগৎও সত্য।

সদানন্দ তাঁর 'বেদান্তসার' গ্রন্থে শঙ্করের মায়া বা অজ্ঞান সম্পর্কে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে বলেছেন, 'সদ্-অসদ্ভ্যাম্ অনির্বচনীয়ম্ ত্রিগুণাত্মকম্ জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপম্ যদ্‌কিঞ্চিদিতি'। অর্থাৎ—

(১) **মায়া 'সদ্-অসদ্ভ্যাম্ অনির্বচনীয়ম্'**। অর্থাৎ মায়া (বা অবিদ্যা বা অজ্ঞান) সৎ নয়, অসৎ নয়, সদসৎও নয়, আবার অনুভবও নয়। **মায়া সদসদ্বিলক্ষণ অনির্বাচ্য**। যা অবাধিত কেবল তাই সত্য। ব্রহ্মের সত্তা কখনও বাধিত হয় না। তাই ব্রহ্ম সত্য। মায়াসৃষ্ট বা অজ্ঞান সৃষ্ট জগৎ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়। মায়াময় জগৎ তাই ব্রহ্মের ন্যায় অবাধিত সত্য নয়। আবার মায়াসৃষ্ট বা অজ্ঞানসৃষ্ট জগৎ-প্রপঞ্চ বদ্ধজীবের কাছে প্রতিভাত হয়। কাজেই জগৎ আকাশ-কুসুমের মতো অসৎও নয়। **যা ব্রহ্মের মতো সৎ নয়, আবার আকাশকুসুমের মতো অসৎ নয়, শঙ্কর তাকেই 'মিথ্যা' বা 'মায়া' বলেছেন।** এই অর্থে, জগৎ মিথ্যা বা মায়া। মায়ার দুটি শক্তি আছে—**আবরণ ও বিক্ষেপ**। মায়াশক্তি প্রথমত সত্যের স্বরূপকে আবৃত করে এবং দ্বিতীয়ত সত্যের স্থলে মিথ্যাকে প্রকাশিত করে। মায়ার আবরণশক্তির দ্বারা এক ব্রহ্ম আবৃত হয়; মায়ার বিক্ষেপশক্তির দ্বারা ব্রহ্মের পরিবর্তে জগৎ-প্রপঞ্চ প্রতিভাত হয়।

মায়া-উপাধির দ্বারা উপহিত ব্রহ্মই ঈশ্বর, আর অবিদ্যা বা অজ্ঞান উপাধি দ্বারা সীমিত ব্রহ্মই জীব। অর্থাৎ মায়ার সঙ্গে যুক্ত ঈশ্বর, অজ্ঞান বা অবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত জীব। ঈশ্বরের মায়াশক্তি থেকে যেমন জগতের উৎপত্তি, তেমনি আবার জীবাশ্রিত অবিদ্যা বা অজ্ঞান থেকেও জগতের উৎপত্তি। বদ্ধজীব যেমন অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশত রজ্জুতে সর্পের সৃষ্টি করে, তেমনি ঐ অজ্ঞানবশত এক ব্রহ্মস্থলে জগৎভ্রম উৎপন্ন করে। রজ্জুর অজ্ঞানের জন্য রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। ব্রহ্ম সম্পর্কে অজ্ঞানের জন্য ব্রহ্মস্থলে জগৎভ্রম হয়। মায়ার ন্যায় অবিদ্যা বা অজ্ঞানেরও দুটি শক্তি আছে—**আবরণ ও বিক্ষেপ**। আবরণ-শক্তির দ্বারা অধিষ্ঠান আবৃত হয়, আর বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা অধিষ্ঠানস্থলে এক মিথ্যা বস্তু প্রতিভাত হয়। রজ্জুর অজ্ঞান প্রথমত আবরণ-শক্তির দ্বারা রজ্জুকে আবৃত করে এবং দ্বিতীয়ত বিক্ষেপশক্তির দ্বারা রজ্জুস্থলে সর্পের বিক্ষেপ হয় অর্থাৎ সর্প প্রতিভাত হয়। তেমনি, জীবাশ্রিত অজ্ঞান প্রথমত ব্রহ্মকে আবৃত করে এবং দ্বিতীয়ত ব্রহ্মস্থলে জগতের বিক্ষেপ ঘটায়।

তবে, অবিদ্যাকে 'জীবাশ্রিত' বলার মধ্যে কিছু দোষ আছে এবং শঙ্কর সম্ভবত আক্ষরিক অর্থে অবিদ্যাকে 'জীবাশ্রিত' বলেননি। শঙ্করের মতে, জীবই ব্রহ্ম— 'জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। জীব ও ব্রহ্ম যদি স্বরূপত অভিন্ন হয়, তাহলে জীবের ব্রহ্ম-অতিরিক্তভাবে অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, এবং সেক্ষেত্রে 'জীবাশ্রিত অবিদ্যা' থেকেও জগতের উৎপত্তি হতে পারে না। তাছাড়া, জীবাশ্রিত অবিদ্যা থেকে জগতের উৎপত্তি হলে, প্রত্যেক জীবের জগৎ ভিন্ন ভিন্ন হবে; কিন্তু বাস্তবত সকল জীবের কাছেই জগৎ একইরূপে প্রতিভাত হয়। এজন্য, জগতের উৎপত্তির কারণ স্বরূপ, জীবাশ্রিত অবিদ্যার পরিবর্তে এক **সাধারণ অবিদ্যা** স্বীকার করতে হয়। জীবাশ্রিত অবিদ্যা হচ্ছে **তুলাবিদ্যা**, আর সাধারণ অবিদ্যা হচ্ছে **মূলাবিদ্যা**। **এই সাধারণ অবিদ্যা অর্থাৎ মূলাবিদ্যাকেই শঙ্কর ঈশ্বরের 'মায়াশক্তি' বলেছেন**। কাজেই, জীবাশ্রিত অবিদ্যার পরিবর্তে ব্রহ্মাশ্রিত মায়াকেই জগতের কারণরূপে গণ্য করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

(২) **মায়া 'ত্রিগুণাত্মকম্'**। সাংখ্যের ত্রিগুণা প্রকৃতির ন্যায় মায়া জড়াত্মক, সক্রিয় ও পরিণামী। উপনিষদেও মায়াকে 'ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি' বলা হয়েছে— 'মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ'। সাংখ্যের প্রকৃতি থেকে যেমন জগতের উৎপত্তি, মায়া থেকেও তেমনি জগতের উৎপত্তি। পার্থক্য হল— সাংখ্যমতে জগৎ প্রকৃতির পরিণাম এবং পরিণামী জগতের পশ্চাতে মূল প্রকৃতিই সদ্বস্তু। সাংখ্য দ্বৈতবাদী। সাংখ্য মতে জগতের মূল তত্ত্ব দুটি—পুরুষ (আত্মা) এবং প্রকৃতি (জড়)। অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে, প্রকৃতিসম মায়ার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু এবং মায়া এক শক্তিভিন্ন অন্যকিছু নয়।

(৩) **মায়া 'জ্ঞানবিরোধী'**। মায়ার প্রভাবে বদ্ধজীব তার অজ্ঞানবশত মায়াসৃষ্ট জগৎকেই সত্য মনে করে। মায়া-উপস্থিত ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর, মায়াশক্তির দ্বারা বহুবিচিত্রজগৎ রচনা করেন এবং অজ্ঞান বা অবিদ্যাবশত বদ্ধজীব সেই জগৎকে সত্য বলে মনে করে। কাজেই, বদ্ধজীবের কাছে মায়া জ্ঞানবিরোধী। মায়া সত্যের স্বরূপ আবৃত ক'রে মিথ্যাকে প্রকাশিত করে— ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত ক'রে জগৎ-প্রপঞ্চ প্রকাশিত করে। যতক্ষণ মায়ার প্রভাব ততক্ষণই জগতের অস্তিত্ব। ব্রহ্মজ্ঞানে মায়া তিরোহিত হয়, অবিদ্যার নাশ হয় এবং জগৎও মরীচিকার ন্যায় বিলীন হয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে মায়াময় জগৎ নেই, মায়াধীশ ঈশ্বর নেই, আছে কেবল নির্গুণ অসঙ্গ ব্রহ্ম।

(৪) **মায়া 'ভাবরূপম্'**। মায়া কেবল অভাবের সূচক নয়, ভাবেরও সূচক; মায়া কেবল অজ্ঞান-সূচক নয়, জ্ঞানসূচকও। মায়াশক্তির বা অজ্ঞানের যে দুটি দিক আছে তার একটি অভাবাত্মক হলেও অন্যটি ভাবাত্মক। মায়ার বা অজ্ঞানের দুটি দিক হল—**আবরণ ও বিক্ষেপ**। প্রথমটি অভাবাত্মক, দ্বিতীয়টি ভাবাত্মক। মায়া সৎঅধিষ্ঠান ব্রহ্মকে আবৃত করে। এটা অভাবাত্মক দিক। মায়া সৎ অধিষ্ঠানে (ব্রহ্মস্থলে) **মিথ্যা জগৎকে আরোপ (বিপেক্ষ) করে**। এটা ভাবাত্মক দিক। আবরণের দিক থেকে মায়া 'জ্ঞানাভাব'। বিক্ষেপের দিক থেকে মায়া 'মিথ্যাজ্ঞান'। কাজেই, মায়া যুগপৎ জ্ঞানাভাব ও মিথ্যাজ্ঞান। 'মিথ্যাজ্ঞান', 'জ্ঞানের অভাব' নয়। মিথ্যাজ্ঞান হল—একবস্তুর স্থলে অন্যবস্তুর জ্ঞান—ব্রহ্মের স্থলে জগতের জ্ঞান।

(৫) **মায়া 'যদ্‌কিঞ্চিৎ'**। মায়া সদসদ্বিলক্ষণ অনির্বচনীয় হলেও মায়া নিছক শূন্যতা নয়, মায়া 'একটা কিছু' অর্থাৎ 'যদ্‌কিঞ্চিৎ'। মায়াময় জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত হলেও তা নিছক শূন্য নয়, তা একটা কিছু। মায়াময় জগৎ-প্রপঞ্চের পরমার্থিক সত্তা না থাকলেও তার ব্যবহারিক সত্তা আছে। উপনিষদে মায়াকে 'অঘটন-ঘটন-পটিয়সী-শক্তি' বলা হয়েছে। এই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী-শক্তির দ্বারা সৃষ্ট জগৎ মিথ্যা হলেও তা 'একটা কিছু'। 'মিথ্যা', 'অলীক' থেকে ভিন্ন। 'অলীক' কোন কিছুই নয়, কিন্তু 'মিথ্যা' 'একটা কিছু'।

ইতি' অর্থে (যদ্‌কিঞ্চিদিতি) 'ইত্যাদি', অর্থাৎ মায়ার আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। যেমন—

(৬) **মায়া জ্ঞান-নিরাস্য**। জ্ঞানের উদয় হলে মায়ার নিরাস হয়, অর্থাৎ মায়ার আর কার্যকারিতা থাকে না। জ্ঞানের উদয় হলে মায়া অন্তর্হিত হয়, বিদ্যার আবির্ভাব হলে অবিদ্যার নাশ হয়। অধিষ্ঠানের জ্ঞান হলে মায়ার আর কোন কার্যকারিতা থাকে না। অধিষ্ঠান রজ্জুর জ্ঞান হলে সর্পভ্রম অন্তর্হিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎপ্রপঞ্চ অন্তর্হিত হয়।

(৭) **মায়া অনাদি কিন্তু অন্তবিশিষ্ট**। মায়ার উৎপত্তিকাল নির্ণয় করা যায় না। মায়া তাই অনাদি। ব্রহ্মজ্ঞানে মায়া অন্তর্হিত হয়, অজ্ঞান বা অবিদ্যার নাশ হয়। মায়া তাই অন্তবিশিষ্ট।

(৮) **ব্রহ্মই মায়ার আশ্রয় ও বিষয়**। মায়াশক্তি নিরালম্ব থাকতে পারে না এবং তা অলীক বস্তুকেও আশ্রয় করে থাকতে পারে না। যা অলীক তা কোন কিছুর আশ্রয় নয়। ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। কাজেই ব্রহ্মই মায়ার আশ্রয় ও বিষয়। ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয় হলেও মায়াশক্তির দ্বারা তিনি কিছুমাত্র প্রভাবিত হন না। যাদুকর যেমন তার মায়াজালে নিজে আবদ্ধ হন না, অমানিশার কৃষ্ণবর্ণ যেমন বর্ণহীন আকাশকে স্পর্শ করে না, তেমনি ব্রহ্মকেও মায়া স্পর্শ করতে পারে না। ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয় ও বিষয় হলেও মায়াশক্তির দ্বারা অপরিণামী ব্রহ্মের কোন পরিবর্তন হয় না। বদ্ধজীবই কেবল মায়াশক্তির প্রভাবে, ব্রহ্মের বিবর্ত জগৎকে সত্য বলে মনে করে, যাদুকরের মায়াজালে যেমন দর্শকবৃন্দ প্রতারিত হয়ে একটি মুদ্রার স্থলে দশটি মুদ্রাকে সত্য বলে মনে করে।

(Doctrine of three levels of existe

১৩.৯. জীব (Individual self)

নানা স্মৃতি ও অনুষঙ্গ, পছন্দ ও অপছন্দ, পক্ষপাত ও উদ্দেশ্যের সুসংহত সমাহার হচ্ছে জীব*। নানা গুণ ও ক্রিয়া সম্পন্ন জীব সংখ্যায় অনেক। অহং-প্রত্যয়ের বিষয় যে অহং, তাই জীব। অহং হচ্ছে বৃত্তিজ্ঞানের জ্ঞাতা, সকল ক্রিয়ার কর্তা এবং কর্মফল ভোক্তা। অর্থাৎ জীব হচ্ছে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। জীব আত্মা ও দেহের সমাহার। জীবের একটি স্থূলশরীর ও একটি লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর থাকে। মৃত্যুতে জীবের স্থূলশরীর বিনষ্ট হলেও সূক্ষ্মশরীর বিনষ্ট হয় না। মৃত্যুর পর সূক্ষ্মশরীর আত্মার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। মৃত্যুকালে, জীবের কর্মানুসারে, সূক্ষ্মশরীর এক স্থূলশরীর পরিত্যাগ ক'রে অন্য এক স্থূলশরীরে সংশ্লিষ্ট হয়। মোক্ষলাভ হলে সূক্ষ্মশরীর ও প্রাণসমূহ আত্মা থেকে বিশ্লিষ্ট হয় এবং তখন আত্মা শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থান করে।

জীবের স্থূলশরীর পঞ্চমহাভূতের অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও আকাশের সমষ্টি। জীবের সূক্ষ্মশরীরের সতেরটি অবয়ব আছে; পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, অন্তঃকরণ বা মন এবং বুদ্ধি। স্থূলশরীরের ন্যায় সূক্ষ্মশরীরও জড়াত্মক। কাজেই, **জীব আত্মা ও অনাত্মার (জড়ের) সংমিশ্রণ।**

এ-সবই জীবের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন দশা বা অবস্থা। অদ্বৈত বেদান্তমতে, 'ভেদ' বলে বস্তুত কিছু নেই। অদ্বয় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। পরমার্থিক দৃষ্টিতে জীবের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। জীবই ব্রহ্ম। জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপত অভিন্ন। 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বেদান্তবাক্যে এই সত্যই প্রকাশ পেয়েছে। **উপাধি দ্বারা উপহিত ব্রহ্ম বা আত্মাই জীব**। উপাধি, অবিদ্যা বা মায়াপ্রসূত। কাজেই, **অবিদ্যা বা মায়াসংশ্লিষ্ট আত্মাই জীব**। মায়া উপহিত নির্গুণব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্মরূপে প্রতীত হন এবং মায়া বা অজ্ঞানের প্রভাবে সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বর বহুজীবরূপে প্রতিভাত হন। অন্তঃকরণরূপ উপাধির দ্বারা উপহিত হবার ফলেই এক ও অদ্বয় ব্রহ্ম বা আত্মা বহুজীবরূপে প্রতীত হন। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সংসারী বা বদ্ধজীব জ্ঞাতা-কর্তা-ভোক্তা ও সংখ্যায় বহু হলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মভিন্নভাবে জীবের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। শুদ্ধ আত্মা বা ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও

* "The Individual self is a system of

ভোক্তৃত্ব ধর্ম নেই। আত্মা বা ব্রহ্ম স্বরূপত নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত ও অদ্বয়। **শুদ্ধ আত্মা চৈতন্যস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ**— জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা নয়। মায়ার প্রভাবে শুদ্ধ আত্মা অন্তঃকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্যই শুদ্ধ আত্মা জীবরূপে প্রতীত হয়। তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে জীবের বন্ধনদশা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্তঃকরণ বাধিত হয় না এবং জীব অন্তঃকরণে সংশ্লিষ্ট থাকে। মোক্ষলাভে অন্তঃকরণের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ ছিন্ন হয় এবং আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে।

জীবের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যা অনুবর্তমান, অদ্বৈত বেদান্তমতে, তাই হচ্ছে আত্মা বা ব্রহ্ম। জীবের চার অবস্থার মধ্যে, জাগ্রত,স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থার মধ্যে—— অনুবর্তমান হচ্ছে শুদ্ধচৈতন্য। এই নির্বিশেষ শুদ্ধচৈতন্যই হচ্ছে আত্মা বা ব্রহ্ম । জীবের সব অবস্থাতেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা অবাধিত। যা অবাধিত তাই পরমতত্ত্ব বা পরমার্থসৎ। অদ্বয় ব্রহ্ম বা আত্মাই হচ্ছে পরমার্থসৎ। **জীব স্বরূপত ব্রহ্মই**। অবিদ্যার (মায়ার) প্রভাবে জীব নিজেকে অহংজ্ঞানের জ্ঞাতা-কর্তা-ভোক্তারূপে মনে করলেও ব্রহ্মস্বরূপ জীব কখনও তার স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হয় না। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা দূরীভূত হলে জীব তার ব্রহ্মস্বরূপতা উপলব্ধি করে। প্রকৃতপক্ষে, জীব সর্বদাই ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করে, যদিও সংসারদশায় মায়া বা অবিদ্যার প্রভাবে ব্রহ্মস্বরূপতা আবৃত থাকে বলে তা উপলব্ধ হয় না। তবে, উপলব্ধ না হলেও, সংসারদশাতেও জীব নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত অবস্থাতেই বিরাজমান থাকে। 'তত্ত্বমসি', বেদান্তবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের এই অভেদ বা অভিন্নতারই উল্লেখ করা হয়েছে। 'সেই দেবদত্ত এই'—— বাক্যটিতে যেমন 'সেই' শব্দের দ্বারা পূর্বদৃষ্ট দেবদত্তকে এবং 'এই' শব্দের দ্বারা বর্তমানে দৃশ্যমান দেবদত্তকে বোঝায়, অর্থাৎ 'সেই' ও 'এই' শব্দদুটি এক ও অভিন্ন পদার্থকে বোঝায়, তেমনি 'তত্ত্বমসি' বাক্যের 'তৎ' ও 'ত্বম্' শব্দদুটিও এক ও অভিন্ন পদার্থকেই বোঝায়। 'তৎ' পদের দ্বারা চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকেএবং 'ত্বম্' পদের দ্বারা জীবের অন্তর্নিহিত শুদ্ধচৈতন্যকে বোঝায়। অর্থাৎ 'তৎ', 'ত্বম্'—উভয় পদই জীব ও ব্রহ্মের অভেদেরই বাচক। 'তত্ত্বমসি', 'অয়ম্ ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদের কথাই বলা হয়।

এখানে আপত্তি উঠতে পারে— 'তৎ' এবং 'ত্বম্' শব্দদুটি কিভাবে অভিন্ন অর্থবোধক হতে পারে? তৎ বলতে যদি নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা 'পরমাত্মাকে' বোঝায় আর 'ত্বম্' বলতে বোঝায় বিশিষ্ট জীব বা 'জীবাত্মা', তাহলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ কিভাবে প্রতিপন্ন করা যাবে? এই অভেদ প্রতিপন্ন করার জন্য বৈদান্তিকগণ এখানে শব্দ বা পদের সাক্ষাৎ অর্থ (শক্যার্থ) গ্রহণ না করে **লক্ষণাকে** (লক্ষ্যার্থকে) গ্রহণ করেছেন। এখানে যে লক্ষণার উল্লেখ করা হয়েছে তা হল **'জহৎ-অজহল্লক্ষণা'**। 'তত্ত্বমসি' বাক্যের 'তৎ' (= পরমাত্মা) এবং 'ত্বম্' (= জীবাত্মা) শব্দদুটিকে তাদের সাক্ষাৎ অর্থে (শক্য অর্থে) গ্রহণ করলে বাক্যটির অর্থ বোধগম্য হতে পারে না; কেননা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব সম্ভব নয়। বাক্যটিকে বোধগম্য করার জন্য অদ্বৈয় পণ্ডিতগণ শব্দদুটির অর্থ থেকে 'পরম' ও 'জীব' এই বিশেষণ দুটি পরিত্যাগ করে শব্দদুটিকে ('তৎ' ও 'ত্বম্' শব্দদুটিকে) অসাক্ষাৎ অর্থে (লক্ষণা অর্থে) গ্রহণ করেছেন। বিশেষণ-বিযুক্তভাবে শব্দদুটির দ্বারা কেবল 'আত্মা'কেই অর্থাৎ 'শুদ্ধচৈতন্য'কেই বোঝায় এবং তখন 'তৎ' = 'ত্বম্'— এবিষয়ে আর কোন সমস্যা থাকে না। সুতরাং, জীব ও ব্রহ্মের অভেদসূচক 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যটির বোধগম্যতা নির্ভর করে— 'তৎ' ও 'ত্বম্' শব্দদুটির তাৎপর্যের একাংশ পরিত্যাগ করে অংশের

অংশ গ্রহণ করার ওপর।

তবে জীব স্বরূপত ব্রহ্ম হলেও, অন্তঃকরণ উপহিত ব্যবহারিক জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন উভয়ই। স্বরূপত জীব ব্রহ্ম হলেও, ব্রহ্মের বিবর্তরূপে জীব অর্থাৎ সংসারী জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। ব্রহ্ম ও জীবের ব্যবহারিক ভেদ সম্পর্কে অদ্বৈতবেদান্তীগণ দুটি ভিন্ন অভিমত পোষণ করেন ঃ (১) প্রতিবিম্ববাদ ও (২) অবচ্ছেদবাদ।

(১) প্রতিবিম্ববাদ ঃ প্রতিবিম্ববাদীদের মতে জীব হচ্ছে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। ব্রহ্ম বিম্ব। জীব প্রতিবিম্ব। নানা জলপূর্ণপাত্রে যেমন এক চন্দ্র বহুরূপে প্রতিভাত হয়, তেমনি অদ্বয় ব্রহ্ম মায়াসৃষ্ট অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হয়ে বহুজীবরূপে প্রতিভাত হন। জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব যেমন চন্দ্রের আভাস, তেমনি অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত জীবও ব্রহ্মের আভাস। প্রতিবিম্ব বিম্বকে স্পর্শ করে না। প্রতিবিম্বরূপ জীবের জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মস্বরূপ জীবকে অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না। ব্রহ্ম বিম্ব এবং জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব—এমন উপলব্ধি হলে 'তত্ত্বমসি' বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য উপলব্ধ হয়, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপলব্ধ হয়।

(২) অবচ্ছেদবাদ ঃ অবচ্ছেদবাদীদের মতে জীব হচ্ছে অদ্বয় ও অখণ্ড ব্রহ্মের খণ্ড বা আংশিক অভিব্যক্তি। ঘট, মঠ প্রভৃতি নানা অবচ্ছেদ বা আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যেমন এক ও নিরবচ্ছিন্ন আকাশ 'ঘটাকাশ' (ঘটমধ্যস্থ আকাশ), 'মঠাকাশ' (মঠমধ্যস্থ আকাশ) প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড বহু আকাশরূপে প্রতিভাত হয়, তেমনি বহু অন্তঃকরণের আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে এক ও অখণ্ড সচ্চিদানন্দব্রহ্ম বহুজীবরূপে প্রতিভাত হয়। ঘটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি যেমন এক অনন্ত আকাশের আংশিক প্রকাশ, জীবও তেমনি অদ্বয় বিভু-ব্রহ্মের আংশিক প্রকাশ। অন্তঃকরণ মায়াসৃষ্ট বা অবিদ্যাজনিত। তত্ত্বজ্ঞানে অবিদ্যার নাশ হলে অন্তঃকরণরূপ অবচ্ছেদ অপসৃত হয় এবং তখন জীব 'তত্ত্বমসি' বেদান্তবাক্যের নিহিতার্থ উপলব্ধি ক'রে ব্রহ্মস্বরূপতা উপলব্ধি করে।

জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ-বিষয়ে উল্লিখিত দুটি মতবাদের মধ্যে অবচ্ছেদবাদকেই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলতে হয়, কেননা তা অদ্বৈতবাদের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বেশি সঙ্গতিপূর্ণ। আত্মা বা ব্রহ্ম বিভু, কিন্তু জীব সীমিত আয়তনবিশিষ্ট। বিভু কখনও সীমার পরিবেষ্টনে প্রতিবিম্বিত হতে পারে না। কাজেই, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিবিম্ববাদে পরিস্ফুট হয় না। অবচ্ছেদবাদ এই দোষ থেকে মুক্ত। ঘটাকাশ ও আকাশ যেমন স্বরূপত এক ও অভিন্ন, জীব ও ব্রহ্মও তেমনি স্বরূপত এক ও অভিন্ন। ঘটাকাশ ও আকাশের মধ্যে কেবল 'ঘটের আবেষ্টনীর' অর্থাৎ উপাধির ভেদমাত্র, উপাধি অর্থাৎ 'ঘটের আবেষ্টনী' অপসৃত হলে ঘটাকাশ ও মহাকাশের কোন ভেদ থাকে না, তারা অভিন্ন পদার্থ হয়। তেমনি জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কেবল মায়াসৃষ্ট 'অন্তঃকরণের আবেষ্টনীর' অর্থাৎ উপাধির ভেদমাত্র। মায়াসৃষ্ট উপাধি অপসৃত হলে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না—তখন জীব 'তত্ত্বমসি' মহাকাব্যের তাৎপর্য অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপতা উপলব্ধি করে।

১৩.৮ জগৎ (World) : কোন অর্থে জগৎ মিথ্যা ?
(In what sense is the world unreal?)

শঙ্করের মতে, 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা', অর্থাৎ ব্রহ্ম বা আত্মাই একমাত্র সদ্বস্তু, নামরূপময় জগৎ মিথ্যা। কিন্তু যে জগতে জীবের জন্ম এবং মৃত্যু, যে জগতে জীবের সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়, শঙ্কর তাকে 'মিথ্যা' বলেন কোন্ অর্থে? এই 'মিথ্যা' শব্দটিকে কেন্দ্র করে শঙ্করের অদ্বৈতবাদের অপব্যাখ্যার সম্ভাবনা আছে। কাজেই, শঙ্করের জগৎ সম্পর্কে অভিমতের তাৎপর্য অনুধাবনের পূর্বে জানা প্রয়োজন— **শঙ্কর কোন অর্থে জগৎকে** 'মিথ্যা' বলেছেন।

শঙ্করবেদান্তে মিথ্যার দুটি লক্ষণের উল্লেখ আছে। **প্রথম লক্ষণটি হল— 'যা অবাধিত নয়,**

যা বাধিত, তাই মিথ্যা'। স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতা জাগ্রত অবস্থায় বাধিত হয়; তাই স্বাপ্ন অভিজ্ঞতা মিথ্যা। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ক্ষেত্রে রজ্জুর জ্ঞান হলে সর্প বাধিত হয়; তাই সর্প মিথ্যা। তেমনি নামরূপময় জগৎ ব্রহ্মজ্ঞানে বা আত্মজ্ঞানে বাধিত হয়; তাই জগৎ মিথ্যা। যা অবাধিত, যা সর্বদা অনুবর্তমান কেবল তাই সত্য বা পরমতত্ত্ব। আত্মা বা ব্রহ্মই সর্বক্ষেত্রে সর্ব অবস্থায় অনুবর্তমান হওয়ায় কেবল আত্মা বা ব্রহ্মই পরমার্থসৎ। **পারমার্থিক দিক থেকে তাই জগৎ মিথ্যা।**

মিথ্যার দ্বিতীয় লক্ষণটি হল— **'যা সদসদ্বিলক্ষণ অর্থাৎ অনির্বচনীয় তাই মিথ্যা'**। 'বিলক্ষণ' অর্থে 'ভিন্ন'। যা সৎ থেকে ভিন্ন, আবার অসৎ থেকেও ভিন্ন, তাই মিথ্যা। শঙ্কর 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দদুটিকে এখানে চরম অর্থে গ্রহণ করেছেন। **যা চূড়ান্তভাবে সৎ অথবা অসৎ নয়, তাই মিথ্যা।** ব্রহ্মই কেবল চূড়ান্ত অর্থে সৎ, আর গগনারবিন্দ, গন্ধর্বনগর, শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি চূড়ান্তভাবে অসৎ বা অলীক। জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় (চূড়ান্ত অর্থে) সৎ নয়, কেননা ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎ বাধিত হয়; আবার জগৎ গগনারবিন্দের ন্যায় (চূড়ান্ত অর্থে) অসৎও নয়। অসৎ বস্তু নিঃস্বভাব এবং যা নিঃস্বভাব তা ভাবরূপে প্রতিভাত হয় না; কিন্তু জগৎ ভাবরূপে প্রতিভাত হয়। **জগৎ তাই সদসদ্বিলক্ষণ—অনির্বচনীয়, অর্থাৎ মিথ্যা।**

স্পষ্টতই, শঙ্করের মতে, মিথ্যা যেমন সৎ থেকে ভিন্ন তেমনি অসৎ থেকেও ভিন্ন। মিথ্যা ও অসৎ (অলীক) অভিন্ন নয়। **অসৎ বা অলীক বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না।** গগনারবিন্দের প্রত্যক্ষ হয় না। **কিন্তু মিথ্যা বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়।** রজ্জুতে সর্পভ্রমকালে রজ্জুস্থলে সর্পের প্রত্যক্ষ হয়। এখানে সর্প মিথ্যা হলেও অসৎ বা অলীক নয়। তদ্রূপ, জগৎ মিথ্যা কিন্তু অলীক নয়, কেননা জগৎ প্রত্যক্ষগোচর।

অলীক বা অসৎ বস্তুর ন্যায় **সদ্বস্তুরও প্রত্যক্ষ হয় না।** ব্রহ্ম বা আত্মা হচ্ছে পরমার্থ-সৎ এবং ব্রহ্ম বা আত্মা প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। **অলীক, মিথ্যা ও সত্য**— এই তিন প্রকার বস্তুর মধ্যে, শঙ্করের মতে, **কেবল মিথ্যারই প্রত্যক্ষ হয়।** জগতের প্রত্যক্ষ হয়, কেননা তা, চূড়ান্ত অর্থে, সৎ নয় আবার অসৎও নয়। জগৎ সদসদ্বিলক্ষণ— অনির্বচনীয়। **জগতের এই 'অনির্বচনীয়তা'কেই শঙ্কর 'মিথ্যা' বলেছেন।**

মিথ্যাত্বের এই দুটি লক্ষণ বিদ্যমান থাকায়, স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতা, ভ্রমজ্ঞান এবং জগৎ-বিষয়ক জ্ঞান মিথ্যা। তবে, শঙ্করের মতে, জগৎ মিথ্যা হলেও তা স্বপ্নের বিষয় বা ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের ন্যায় মিথ্যা নয়। স্বপ্নের বিষয়ের বা ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের **প্রাতিভাসিক সত্তা** আছে, আর জাগতিকজ্ঞানের বিষয়ের **ব্যবহারিক সত্তা** আছে। স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতা জাগ্রত অবস্থায় বাধিত হয়। ভ্রমজ্ঞানের বিষয় ভ্রমকালে প্রতিভাত হলেও অধিষ্ঠানের জ্ঞান হলে তা বাধিত হয়। এসব জ্ঞানের বিষয় কেবল ব্যক্তিবিশেষের কাজেই প্রতিভাত হয়, সকলের কাছে নয়। শঙ্কর এজাতীয় জ্ঞানের মিথ্যাত্বকে বলেছেন **'ব্যবহারিক মিথ্যা'**। জগৎ-বিষয়ক প্রমাজ্ঞান এমন নয়, কেননা তা সাধারণের অনুভবের বিষয়। ঘট পট জাতীয় প্রমাজ্ঞানের বিষয়কে একজন প্রত্যক্ষ না করলে অপরে তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। তবে, প্রমাজ্ঞানও অবাধিত নয়। ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎ-বিষয়ক প্রমাজ্ঞান বাধিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান কোনভাবেই বাধিত হয় না। ব্রহ্মই পরমার্থসৎ। এজন্য, শঙ্কর জগতের মিথ্যাত্বকে বলেছেন **'পারমার্থিক মিথ্যা'**। স্পষ্টতই, স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতা ও ভ্রমজ্ঞানের মিথ্যাত্বের সঙ্গে জগৎ-বিষয়কজ্ঞানের মিথ্যাত্বের পার্থক্য আছে। **স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতা ও ভ্রমজ্ঞানের মিথ্যাত্ব ব্যবহারিক আর জগৎ-বিষয়ক প্রমাজ্ঞানের মিথ্যাত্ব পারমার্থিক।** ব্যবহারিক দিক থেকে জগৎ-বিষয়ক জ্ঞান সত্য বলে মনে হলেও পারমার্থিক দিক থেকে তা মিথ্যা। জগৎ গগনারবিন্দের ন্যায় অসৎ নয়, আবার

ব্রহ্মের ন্যায় সৎ নয়। **চরম অর্থে, জগৎ সৎ নয়, অসৎও নয়**— জগৎ হচ্ছে সদসদ্বিলক্ষণ অর্থাৎ মিথ্যা।

শঙ্করের মতে, **জগতের ব্যবহারিক সত্যতা অজ্ঞানজন্য বা অবিদ্যাবশত**। অজ্ঞান বা অবিদ্যাবশত আমরা জগৎকে সত্য বলে মনে করি এবং কামনা বাসনা তাড়িত হয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করি। জ্ঞানের অভাববশত যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নের বিষয়কে সত্য মনে ক'রে ভয়, ভালোবাসা ইত্যাদি অনুভব করে, তেমনি নামরূপময় নানাত্বের জগৎকে সত্য বলে মনে ক'রে কাম, ক্রোধ ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে আমরা দুঃখকষ্ট ভোগ করি। যতক্ষণ অবিদ্যা ততক্ষণই জীবের কাছে জগৎ সত্যরূপে প্রতীত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হলে জগৎ মরীচিকার ন্যায় শূন্যে বিলীন হয় এবং তখন এই সত্য অনুভূত হয় যে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আর সবই ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র। ফেন, বুদ্‌বুদ্, লহরী, তরঙ্গ প্রভৃতি স্বতন্ত্ররূপে প্রতীত হলেও আসলে সেসব জলভিন্ন অন্যকিছু নয়, তেমনি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ভোক্তা, ভোগ্য প্রভৃতি স্বতন্ত্ররূপে মনে হলেও আসলে সেসব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

জগতের নানাত্বের মূলে হচ্ছে এক ও অদ্বয় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কারণ, জগৎ কার্য, যদিও জগৎরূপ কার্যের ব্রহ্মভিন্ন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। আসলে নামরূপময় জগৎ অজ্ঞান বা অবিদ্যার সৃষ্টি। জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নয়, ব্রহ্মের বিবর্ত। **'বিবর্ত' বলতে বোঝায়— 'কারণে মিথ্যা কার্যের প্রতীতি'**— অপরিণামী ব্রহ্মে পরিণামী জগতের প্রতীতি। ধর্মরাজ তাঁর 'বেদান্ত পরিভাষা' নামক গ্রন্থে বিবর্ত ও পরিণামের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। উপাদান কারণ ও কার্যের সত্তা যদি অসমান হয় তাহলে কার্য হবে কারণের বিবর্ত, আর উপাদান কারণ ও কার্যের সত্তা যদি সমান হয় তাহলে কার্য হবে কারণের পরিণাম। মায়া (অজ্ঞান বা অবিদ্যা) ও জগতের সমান সত্তা— উভয়েই সদসদ্বিলক্ষণ অনির্বচনীয়। এজন্য জগৎকে 'মায়ার পরিণাম' বা 'অজ্ঞানের পরিণাম' বলা চলে। কিন্তু ব্রহ্ম এ জগতের অসমান সত্তা— ব্রহ্ম পারমার্থিক সৎ, জগৎ ব্যবহারিক সৎ। এজন্য জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, পরিণাম নয়। ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতিভাত হন, জগতে পরিণত হন না। রজ্জুতে সর্পভ্রমে রজ্জু সর্পে পরিণত হয় না, অজ্ঞানবশত রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হয়। এখানে সর্প হচ্ছে রজ্জুর বিবর্ত। তেমনি নামরূপের জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। রজ্জুস্থলে সর্প যেমন ভ্রমমাত্র, ব্রহ্মস্থলে জগৎও তেমনি ভ্রমমাত্র। অজ্ঞান বা অবিদ্যাই হচ্ছে এই প্রকার ভ্রমের কারণ।

অবিদ্যাবশত যেমন রজ্জুস্থলে মিথ্যা সর্পের সৃষ্টি হয়, তেমনি অবিদ্যাবশত ব্রহ্ম থেকে জগতের সৃষ্টি হয়। সর্পভ্রমকালে যেমন প্রতিভাত সর্পের আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়, জগৎভ্রমকালেও তেমনি আমরা প্রতিভাত জগতের কারণস্বরূপ ব্রহ্মের মায়াশক্তির কল্পনা করি এবং মায়া উপহিত ব্রহ্মকে বা ঈশ্বরকে জগতের সৃজনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও সংহারকর্তারূপে কল্পনা করি। অজ্ঞব্যক্তি এই প্রকারে নামরূপময় জগতের ব্যাখ্যার জন্য মায়াধীশ ঈশ্বরকে কল্পনা করে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে জগৎ মিথ্যা; কাজেই মায়া মিথ্যা, মায়াধীশ ঈশ্বরও মিথ্যা—সত্য কেবল সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বয় ও নির্গুণ ব্রহ্ম।

অধ্যাত্মবাদী অপরাপর দর্শনেও জগৎ সম্পর্কে অনুরূপ অভিমতই প্রকাশ পেয়েছে। সাংখ্য-যোগ, ন্যায়-বৈশেষিক, এমনকি জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনেও জগতের চরম মূল্য স্বীকার করা হয়নি। শঙ্কর-বেদান্তের ন্যায় এসব দর্শনেও একথা বলা হয়েছে যে, অজ্ঞানবশত আমরা মিথ্যা বস্তুকে সত্য বলে মনে করি, অকাম্য বিষয়কে কামনা করি এবং শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে না পেরে অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করি। ব্যবহারিক জীবনে ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রয়োজনীয়

হলেও সেসবের কোনটিও পরমপুরুষার্থ নয়। ধর্ম বিভেদের সৃষ্টি করে, অর্থ বৈষম্য সৃষ্টি করে, কাম ইন্দ্রিয়সেবাকে চরম মূল্য দিয়ে অশেষ দুঃখের কারণ হতে পারে। জীবনে এসব প্রিয়বস্তু হলেও পরমপ্রাপ্তি বা পরমপুরুষার্থ নয়। সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি বা জ্ঞানলাভই হচ্ছে জীবনের পরমকাম্য। ব্রহ্মই যে পরমার্থসৎ, জীবজগৎ যে ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র— এমন উপলব্ধি হলে ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধ হয় না—সর্ববিষয়ে ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে জড়জগতের সঙ্গে জীবজগতের কোন ভেদ নেই, এক জীবের সঙ্গে অন্য জীবের কোন ভেদ নেই। সর্বত্রই অনুবর্তমান এক ও অদ্বয় ব্রহ্ম—ব্রহ্মই সকল কিছুর আশ্রয় ও অধিষ্ঠান। এমন উপলব্ধি হলে অপ্রেম থাকে না, বিচ্ছেদ বা ভেদবুদ্ধি থাকে না, হিংসা, দ্বেয়, স্বার্থ-সংঘাত অন্তর্হিত হয় এবং বিশ্বজনীন প্রেম ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যেন লবণ পুত্তলিকার সমুদ্রে অবগাহন। অবগাহনের পূর্বাবস্থার ফেন, বুদ্‌বুদ, লহরী, তরঙ্গ প্রভৃতি নানাত্বের জগৎ, অবগাহনের পরবর্তী অবস্থায়, তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এক ও অভিন্ন সমুদ্ররূপে বিরাজ করে।